কালের কণ্ঠ

1 JAN 2017
৩৬ ৩

মাছুম বিল্লাহ ▷

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান বাড়াতে যা প্রয়োজন

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে শিক্ষা মানুষের মানবিকতাকে জাগ্রত করে সে শিক্ষা সব মানুষের জন্যই কাম্য। সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে একজন ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন এবং দেদার ঘুষ নিচ্ছেন। একজন ডাক্তার হচ্ছেন কিন্তু মানবিকতা শিখছেন না। তিনি শিখে আসেননি কিভাবে একজন রোগীর সঙ্গে, রোগীর অ্যাটেনডেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। শুধু অর্থের পেছনে হাঁটছেন ও দৌড়াচ্ছেন। এই মানসিকতায় পরিবর্তন কিভাবে আনা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে

গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ২০১৬ কক্সবাজারে শিক্ষাবিদদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কর্মশালার আয়োজন করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কয়েকজন শিক্ষক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রোগ্রাম আয়োজন করা একটি প্রশংসনীয় বিষয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান বাড়াতে কিছু বিষয় বাদ দেওয়া, অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া, প্রশ্নব্যাংক তৈরিসহ ১৫ দফা সুপারিশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। দেশের নামকরা শিক্ষাবিদরা শিক্ষার উন্নয়নে যেসব মতামত প্রদান করেন সেগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

এসএসসি পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়গুলো পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে বিদ্যালয়ে নিচু শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পড়ানোর সুপারিশ করেছেন শিক্ষাবিদরা। তবে কবে থেকে তা কার্যকর করা হবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় এখনো স্পষ্ট কিছু বলতে পারেনি অর্থাৎ কিছুটা ধোঁয়াশা থেকেই গেছে। ২০১৯ সাল থেকে সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা হবে। এটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কারণ বোর্ড প্রশ্নের ভিন্নতার কারণে এক বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষার ফল অন্য বোর্ড থেকে আলাদা হয়ে থাকে, অথচ সব শিক্ষার্থী দেশের একই ধরনের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন ভর্তি হতে আসে তখন ফল ভিন্নতার কারণে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বইপড়ার জন্য 'কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজ' অন্তর্ভুক্ত করা, বছরের একটি দিনকে বইপড়া দিবস হিসেবে পালন করা। এটিও চমৎকার প্রস্তাব। এটিকে যেকোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করা উচিত। এ বিষয়ে সরকার, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিটিগুলোর জোরালো ভূমিকা পালন করা উচিত। আমাদের সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজের পাঠাগার থেকে নিয়মিত বই লেনদেন করতেন, সে ট্র্যাডিশন এখন আর নেই। সিলেবাস ও পরীক্ষা, গ্রেডিং পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিক্ষার্থীদের অন্য বইপড়ার সুযোগ কুঞ্চিত করে ফেলেছে। ফলে তারা সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠছে না।

পাঠদানে শিক্ষকদের সহায়তায় উপযুক্ত 'শিক্ষক গাইডলাইন' যথাসময়ে প্রণয়ন ও মানোন্নয়ন করা, এমসিকিউ ও সৃজনশীল প্রশ্নের মানোন্নয়নে আইটেম ব্যাংক (প্রশ্নব্যাংক) তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখায় সহযোগিতা করতে প্রশ্নের সঙ্গে নমুনা কিছু উত্তর যাচাই-বাছাই করে সরবরাহ করার কথাও শিক্ষাবিদরা বলেছেন। যশোর শিক্ষা বোর্ড প্রাথমিকভাবে যে প্রশ্নব্যাংক তৈরি করেছে, তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আইটেম ব্যাংক প্রণয়নে ধারণাপত্র তৈরি করা, সব শিক্ষককে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে আবশ্যিকভাবে সম্পৃক্ত করা। 'প্রশ্নব্যাংক' বা 'আইটেম ব্যাংক' নিয়ে একটি ঝামেলা হতে পারে। এমসিকিউ চালু হওয়ার পর ৫০০ প্রশ্ন নিয়ে 'প্রশ্নব্যাংক' তৈরি হয়েছিল। তখন শিক্ষার্থীরা সব টেক্সট পড়া বাদ দিয়ে ওই প্রশ্নব্যাংকের দিকে ছুটত। শিক্ষকরাও নিজেরা প্রশ্ন না করে করে প্রশ্ন করা ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ সব এমসিকিউ প্রশ্ন আসত ওই নির্ধারিত ৫০০ প্রশ্ন থেকে। বহু আলোচনা, লেখিলেখির পর সেই ব্যাংক আমরা বিদায় করেছি। আবার সেদিকে যাচ্ছি না তো; কারণ বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়নি?

বিশ্বে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের 'স্কোর'-এর পরিবর্তে 'স্ট্যান্ডারাইজড স্কোর' ব্যবহার করে ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক ফল তৈরি করার কথা বলেছেন শিক্ষাবিদরা। বাংলাদেশ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিইউডিইউ) একটি পরীক্ষামূলক ফলাফল তৈরি করবে। তবে এ ফলাফল ওই বছরের ফলে কোনো প্রভাব ফেলবে না। বিষয়টি বহুবার বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই স্পষ্টভাবে জানতে পারে।

পাবলিক পরীক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমাতে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা—এ চারটি বিষয় বাদে অন্য বিষয়গুলো ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কবে থেকে এসব বিষয় এসএসসি থেকে বাদ যেতে পারে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি শিক্ষামন্ত্রী।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা নামে একটি বিষয় থাকলে আলাদাভাবে 'শারীরিক শিক্ষা' নামক বিষয়ের প্রয়োজন পড়ে না। শারীরিক শিক্ষার যে জ্ঞান মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রদান করা দরকার, তা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মধ্যেই তো সংযুক্ত করে রাখা যায়।' তথ্যপ্রযুক্তি যেখানে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পাঠ্য করা হয়েছে, সেখানে আলাদাভাবে 'ক্যারিয়ার শিক্ষা' একটি বিষয় করার দরকার হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে শিক্ষা মানুষের মানবিকতাকে জাগ্রত করে, সে শিক্ষা সব মানুষের জন্যই কাম্য। সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে একজন ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছেন এবং দেদার ঘুষ নিচ্ছেন। একজন ডাক্তার হচ্ছেন কিন্তু মানবিকতা শিখছেন না। তিনি শিখে আসেননি কিভাবে একজন রোগীর সঙ্গে, রোগীর অ্যাটেনডেন্টদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। শুধু অর্থের পেছনে হাঁটছেন ও দৌড়াচ্ছেন। এই মানসিকতায় পরিবর্তন কিভাবে আনা যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের কিছু পাঠ্য বিষয় কমানোর সিদ্ধান্তকে যেমন যৌক্তিক বলে ধরা যায়, তেমনি নীতিবিদ্যা বা নীতিশিক্ষা নামে একটি আবশ্যিক বিষয়কে পাঠ্য করার যৌক্তিকতাও অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। সময়ের প্রয়োজনে পাঠ্য বিষয়ে পরিবর্তন আনা অযৌক্তিক নয়। তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের কারিকুলামে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন অর্জিত হয়, সেই আলোকে এসব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হবে।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত
সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক